প্রথম সংস্করণ :

৭ই ভাদ্র,

১৩৬৭

প্রকাশক : শ্রীজিতেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

১৩, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-৭

মুদ্রক : শ্রীসুকুমার গুহমজুমদার

বসুমতী প্রাঃ লিঃ

১৬৬, বি· বি· গাঙ্গুলী ষ্ট্রীট, কলি-১২

উৎসর্গ

'বাবাকে'

সূচীপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা

তুমি তো দিলে না রঙ

তুমি তো দিলে না রঙ,
মনে করে নিজেই এঁকেছি!
আমার পৃথিবী আর আকাশের অতলান্ত নীল
নিপুণ তুলির হাতে সবখানে সবটুকু মিল।

তুমি তো ফেরালে মুখ
তবু আমি অন্য মুখ ধ্যানে—
অবর্ণ্য স্বপ্নের হাতে স্নিগ্ধতায় হৃদয় ভরাই
বিচ্ছেদ-বেদনা-মুক্ত অনুভবে সুখে শিহরাই।

অথচ তোমারই রঙ আত্মহারা ছবিতে আমার
হয় একাকার
এবং তোমারই মুখ প্রিয়তম মুখের আদলে
কথা হয়, সব কথা বলে।

প্রদীপ্ত কোর না শোক

প্রদীপ্ত কোর না শোক, বিষণ্নতা যদিও আসীন
নিবিড় রাত্রির রঙে আবরিত ক্লান্তিময় মনে,
আড়ালে আশ্রয় দাও সংগোপনে সে মায়াবী বীজে-
সত্তার গভীর দেশে সুললিত সম্ভাব্য দুরাশা
ক্রমশ পূর্ণতা পাবে রৌদ্রে মেঘে মাটির পেলবে।
দুঃখকে বিমূর্ত ক'রে নবলব্ধ প্রতিমার মুখে
দেখো না সন্ধ্যার রঙে বিষাদের প্রতিবিম্ব ছায়া!
বরং চেতনাপ্রান্তে অন্ধকারে ক্ষুদ্র দীপালোকে
পাথরে পুষ্পিত করো হৃদয়ের প্রচ্ছন্ন পিপাসা,
আবিষ্কৃত হবে মূক শতাব্দীর সময় ফুরালে।
নিজেকে প্রস্তুত করো দিগন্তের দূর দৃশ্যপটে
বিষাদ-সমুদ্র-তটে আশান্বিত সূর্য প্রদক্ষিণে।

নদীর দর্পণে

নদীর দর্পণে মুখ—
ঢেউ-এ কাঁপে মনের আবেগ।
সেখানে আকাশ-ঝরা সমারোহ,
সচল পাখীর
চকিত ডানার ছায়া, ফুলভারে নত শাখাটির
কোমল উপমা ভাসে
নিরুপম জলের কবিতা।
হাসি কি ঢেউ-এর মতো এলোমেলো,
মন না কি বলাকা-উধাও—
সে লেখে সন্ধ্যার গায়ে হৃদয়ের গাঢ় অনুলিপি।

দেওয়ালে দর্পণ দেখি
স্থির, মৌন, অনুভূতিহীন ;
সেখানে যে প্রতিবিম্ব
মৃতকল্প শরীরের রেখা—
সেখানে উদ্দাম দোলা ঢেউ হয়ে মাখে না আবির,
স্পন্দহীন চাহনিতে শিলালেখ প্রাণের মনের
অলিখিত থেকে যায় সুকঠিন কাচের জগতে।

তাই ঘরছাড়া মন
সায়ন্তন-মগ্ন সুখাবেশে
আবৃত সন্ধ্যার মুখ
দেখে দীপ্ত নদীর দর্পণে।

রঙ হরিণ

আমার মনের রঙের ঝলক—রঙ হরিণ
ছুটেছে আকাশে—লুটেছে বাতাসে ফুলের গন্ধ,
চলার ছন্দে টুটেছে অন্ধ রাত্রিদিন!
উদ্ধত গতি দুরন্ত বেগে
উড়ন্ত মন ঝঞ্ঝায় জেগে
ঝরালো স্বপ্ন জাগরি জীবনে ক্লান্তিহীন,
সোনালী দিনের সুধা-নির্ঝর—রঙ হরিণ!
দিগন্ত-পথ চোখের পলকে হয়েছে পার
নির্জন নদী তট-বালি-রেখা ঘন কিনার,
চলেছে—চলেছে অনেক দূরের
সীমানা পেরিয়ে অন্য সুরের
ইশারার টানে লুপ্ত তারার আভাসে ক্ষীণ
নিশীথ স্বপ্নে আশ্বাসময় রঙ হরিণ,
উধাও বন্যা জীবন নদীতে নীলিমা-লীন!
আশার পিপাসা আকণ্ঠ বয়ে সমুখে ধায়,
গত পলকের অসহ পুলক চাকিতে পায়।
সে যে কল্পনা—মনে আলপনা রাত্রিদিন!
হারানো রঙের নির্ঝর ধারা—রঙ হরিণ।

চিরন্তন

হৃদয়ে কি গান লিখে রেখে গেছে
অনিত্য যৌবন।
এখন জীবন ক্লান্ত
অপরাহ্ণে তারই রোমন্থন!
অধরা ইশারা-কম্প্র লোভনীয়
কল্পিত প্রতিমা!
আমি তার স্বাদে-গন্ধে বিমোহিত অন্ধ কামনায়
দ্বিতীয় সত্তাকে খুঁজে এ জীবনে
অমত্ত স্থবির।
এখন মন্থর চাঁদ
ধূসরিত পটভূমিকায়;
অনাকুল নিসর্গের পটে খুঁজি
আসক্তি আবেগ।
যৌবন রজনীগন্ধা, গন্ধ তার
স্মৃতির সম্ভার;
হৃদয়ের প্রান্তে পাই ছিন্ন দীর্ণ
ম্লান ফুলহার।

শিশির-নদী-প্রেম

তৃষ্ণায় শিশির ছুঁয়ে দেখেছ কি,
কি অগাধ সুখ!
রাত্রির পিপাসা-তৃপ্ত সুধাকীর্ণ সান্ত্বনা বিন্দুতে
দিনান্তের দগ্ধ দীর্ণ তৃণাঙ্কিত বিশীর্ণ প্রান্তরে!
অস্ফুট ফুলের গায়ে মৃদু হাতে যদি তাকে ধরো,
নির্জর স্নিগ্ধতা পাবে জীবনের ক্লান্ত অনুভবে!

তৃষ্ণায় নদীর বুকে নেমেছ কি
অনন্ত কল্লোলে!
হৃদয়ের পরাহত অবসাদ সব ধুয়ে মুছে
পৃথিবীর জীর্ণতায় আয়োজন হিরণ্য-শোভিত!
নির্জনে নদীতে নামো, আশাহত ব্যর্থ ইতিহাস
বালির রেখার মতো অবসিত অভিনব স্রোতে!

তৃষ্ণায় শিশির কিংবা নদী নয়,
আছে অন্যতর
কোমল স্বপ্নের মুখে অনুরক্ত নিবিড় প্রত্যয়,
প্রথম বর্ষিত আলো সমুজ্জ্বল করে অনুদয়।
সে যে প্রেম চিরন্তন—রৌদ্রদিগ্ধ আকণ্ঠ তৃষ্ণায়
বেদনা মথিত লগ্নে জীবনের পরম আশ্বাস।

স্মৃতি

হৃদয়ে ফুলের গন্ধ ঘন হয়
স্মৃতি কাছে এলে।
কি আলোয় নিত্যনব সূর্যোদয় ঘটে
দু'চোখের অন্ধকারে নীলপদ্ম দিগন্তের পটে,
যখনই উৎসের দিকে উৎসুক হৃদয় ফেরাই—
প্রাচীরের রেখাচিত্রে মুগ্ধ মনে নিজেকে ভোলাই।

অথচ দুঃখের জন্ম স্মৃতিতেই
জীবনে কি পেলে—
অনুতপ্ত হিসাবের জটিলতা আদি জন্ম থেকে
রাত্রির বৃষ্টির সুরে অবিরাম আকুলতা মেখে
ঝরে যায় অন্ধকারে—আমি তার গন্ধে স্বাদে দুলে
আচ্ছন্ন করেছি মন মনে-পড়া কম্প্র নদীকূলে।

অনুভবে রোমাঞ্চিত স্মৃতি এক সুচিত্রিত মন
হৃদয়ে অস্থির লগ্নে আবিষ্কৃত দ্বিতীয় দর্পণ।

আলিম্পন

সুখের দিনে চোখের তারা
যখন হেসে আত্মহারা,
দুহাত ভরা মুক্তা মণি আলোর বরণ
এক গা সুখের অলঙ্করণ.
তখন দেখি লোভীর মত অভুক্ত মন
জানলা খুলেই অচেনা এক ভিন ভুবন।
দোলনা যখন কান্না দোলায় নিজের হাতে
সঙ্গ ছাড়া একলা বসে গভীর রাতে.
তখনও তার করুণ অমোঘ নিঃস্ব মন
আয়না হয়ে ফুটিয়ে তোলে এই জীবন।
কে যে এমন দ্বীপান্বিতার প্রহর ভরে
পিছন থেকে শব্দবিহীন এক পা করে
এগিয়ে আসে, কি যে সে চায় হাত বাড়িয়ে
মগ্ন যখন খেলাঘরের পুতুল নিয়ে।
ভুলতে বসে সাতকাহিনীর পৃষ্ঠা জুড়ে
বাসি ফুলের মত সে ভয় ফেলছি ছুঁড়ে।
আকাশ ভরা সাতটি রঙের জলসা ঘর
মুগ্ধ মনে তার আশাতেই অতঃপর
দিন কাটাব ফন্দি করি সযত্নেই.
হঠাৎ দেখি ফেলছে ছায়া আবার সেই।
সন্ধানে তার ফুরিয়ে গেল তিন প্রহর
কখনো মেঘ কখনো ঝড় জীবনভর।

শেষ বিকেলে চিনতে পেরে অবাক মন
কাচের বুকে আমারই মুখ আলিম্পন।

কে তুমি প্রদীপ্ত সত্তা

নির্জনতা কেড়ে নিতে কেন আসো নিপুণ প্রথায়,
কেন অন্তরিত মনে আবির্ভাব দুরন্ত আবেগে?
নিরাসক্ত নভোনীল আবরিত কি অনন্য মেঘে—
কে তুমি প্রদীপ্ত সত্তা? কার ছায়া দর্পণের গায়
অবিরত উজ্জ্বলতা! কার মুখে নীলান্ত সন্ধ্যায়
তারার প্রাচুর্যে চোখ মুগ্ধ মোহে স্বপ্ন দেখে জেগে!
বেদনা-অভ্যস্ত তটে কম্প্র নদী উৎসারিত বেগে
সুখের সোনালী জলে নাম তার লিখে রেখে যায়!

আমার আকীর্ণ ব্যথা-সমুদ্রের দিকচক্রবালে
শ্যামনিভ দীপ্ত দ্বীপ ভেসে ওঠে উন্মুখ সকালে!
রাত্রির নিস্তল কোলে শুতে চাই—কেন হাত ধরে
আলোর অবর্ণ্য পথে নিয়ে যাও অতন্দ্র প্রহরে!
চির বিস্মরণ প্রার্থী মৌন মন—একক হৃদয়।
জীবনের ছদ্মবেশে কেন তবু নব সূর্যোদয়!

বাদামী বেলায়

অন্তরঙ্গ হতে চায় যে হৃদয়
তাকে আমি ডাকি,
নিবিড় শান্তির হাতে হাত রেখে ছায়াঘন পথে
কতদূর চলে যাই পায়ে পায়ে বাদামী বেলায়,
সূর্যাস্তে দুচোখ জ্বলে বিকেলের সুখী সম্মেলনে।

অতীত সুদূরে যারা কাছে ছিলো
তারাও কখনো
অনায়াসে পিছু ডাকে ফিরে আসে বাঁধানো চাতালে,
হাওয়ায় ফুলের গন্ধে, জোছনার প্রসন্ন প্রহরে
হৃদয়ের কাছাকাছি ঘন হয়ে জীবন কৌতুকে।

নিঃসঙ্গ হবো না জেনে
এ মাটিতে ফুল ফসল বুনে,
সাজানো আশ্রয় গড়ি নিয়মিত দিন অবসানে।
সুখের প্রত্যাশী মন কাছে আসে,
নিভৃত আলাপে
হৃদয়ের কথা বলে মন দেওয়া নেওয়ার আভাসে।

তোমার ছায়া তোমার দীপ্তি

আমার চোখের জলে তোমার ছায়াকে ধরে রাখি,
রাত্রির অরণ্য-অন্ধ এষণায় স্মৃতির জোনাকী
যদিও খণ্ডিত স্বপ্ন —বারবার দিনের শরীরে
তোমার ঘনিষ্ঠ ছায়া আমার সূর্যকে থাকে ঘিরে।

আমার নিরন্ধ্র-নীল বেদনায় তুমি নিরন্তর
একাকী নক্ষত্র-দীপ্তি। বুকে নিয়ে নিঃসঙ্গ প্রহর
স্বপ্নকে প্রশ্রয় দিতে জীবনের তৃষ্ণা অবিরত,
বিচ্ছিন্ন তারায় সুখ সুলিখিত কবিতার মত।

প্রার্থনা

মুখ রাখো জানালায়—এ আকাশে আর সূর্য নাই!
তোমার দাক্ষিণ্যহীন অনুভূতি অব্যক্ত ব্যথায়
অনন্ত তমসাবৃত উপলব্ধি একক আত্মার!
প্রত্যয়ের উষ্ণ স্রোতে ভেসে যেতে যে নদী উতলা
তারই উৎস খুঁজে ফিরি ঊর্ধ্বশ্বাসে—পিছনে জীবন
আমাকে অস্থির কোন যন্ত্রণার স্বাদে বিদ্ধ করে
চতুর কৌশলে টানে—প্রসারিত অমোঘ ছলনা।
তাই এসো আদিগন্তে—হে আমার বিশ্বাসভাজন—
চির-পরিচিত সত্তা—ঐশ্বরিক জ্যোতি বিভাসিত!
সে আলোকে পার হই ক্লান্ত পথ নব উত্তরণে।

যখন তোমার মুখ মনে করি

বুকেও গোলাপ ফোটে
স্মৃতির দর্পণে মুখ দেখে—!
বসন্ত-উচ্ছ্বাসে কত কাছাকাছি নিবিড় হৃদয়,
উষ্ণতা আশ্লেষে মন সকালের সোনালী আভাস—
হাওয়ায় ফুলের কথা—স্বপ্ন-দেখা দু'চোখে তন্ময়
আবেগের প্রতিমূর্তি—তারই ছবি অন্তরালে এঁকে
আমার নির্জন দিন গোলাপের মৌন ইতিহাস!

আমার একান্ত মনে তুমি আসো কবিতার মত
মৃদু নূপুরের ছন্দে—বর্ণে সুরে ধ্বনি ব্যঞ্জনায়।
প্রদীপ প্রতীক্ষা-কম্প্র—উচ্ছ্বসিত হাওয়ায় আনত
পাতা-দোলা অরণ্যের উন্মাদনা চাওয়ায় পাওয়ায়!
উন্মীল আনন্দলগ্নে শেষ হলে রাত্রি আলোহীন
তখন হৃদয়ে নিয়ে দিন,
দিগন্ত শূন্যতা আমি অফুরন্ত সূর্য দিয়ে ভরি—
বুকেও গোলাপ ফোটে যখন তোমার মুখ মনে করি।

ভাষার সাজানো ঘর

ভাষার সাজানো ঘরে জমা রাখো হরেক রকম
এলোমেলো অনুভূতি—রঙিন কাগজে মোড়া সুখ,
পাছে মলিনতা লাগে! স্মৃতিগন্ধা পুরানো পশম
অবসরে বুনে নিতে অতীতের মায়াবিনী মুখ।

দুপুরের মেঘনীল অলসতা—শেষ বিকেলের
অকারণ ভালোলাগা নীলিমার আলো প্রজাপতি,
কখনো হৃদয়ে নোনা স্বাদ নিয়ে চোখের জলের
বেহিসাবী ইতিহাসে লিখে রাখা অফুরান ক্ষতি

কিছুই দিও না ফেলে—মেঘ, ফুল ঝরানো শিশিরে
রোদের নিবিড় মুখ—চেনা অচেনার সংলাপে
ভুলে থাকা ইতিহাস—রেশ যার বুকে আসে ফিরে,
বিষাদের রাগিণীতে স্মৃতি যার কত কাল কাঁপে।

জমাখরচের কৌটো—স্মরণের ফুল-তোলা থলি
রুমালে সুরভিসার—একমুঠো শেফালীর দান,
হাওয়ার নূপুরে বাজা সময়ের মত্ত কথাকলি
দুহাতে কুড়িয়ে রেখো—সব মিলে হৃদয়ের গান।

দিনের অস্থির আলো যে ভাষায় দোলা দিয়ে যায়
রাত্রির বিচ্ছিন্ন তারা সুর ধরে বিষাদ-পুরবী—
ভাষার সাজানো ঘর—সে তোমার ভাবের কুলায়
মনের দিগন্ত খুঁজে ধরে রেখো সীমায়িত ছবি।

ললিতে বিভাসে

কোন ছায়া নয়—শুধু দিন আর দিন
এখনও হৃদয় ললিতে বিভাসে লীন।
দর্পণে ফোটে রক্তকমল মুখ
দৃষ্টিপ্রথায় নেই কোন ভুলচুক।
স্থবির সময় তোমাকে মানি না আর,
অহল্যামন নিশ্চিত উদ্ধার।
কোন মেঘ নয়, নিরভ্র ইতিহাস
শীত লাঞ্ছিত ডালে স্থির মধুমাস।
পাতা ঝরানোর অটুট মনস্কাম,
মরুর দহনে নদীর বিতনু নাম—
শেষ কথা নয়—ছন্দিত সংরাগে
উন্মীল মনে উৎসের সাড়া জাগে!

অমূর্ত বেদনা তুমি

অমূর্ত বেদনা তুমি—আয়োজিত স্বপ্নের শিকলে
যতই প্রগাঢ় টানে বাঁধা থাক সুস্থির জাহাজ,
তটের নিশ্চিন্ত হাতে হাত রেখে নির্ভরতা আজ
সন্ধ্যার সুদীপ্ত রঙ এনে দিক স্নিগ্ধ নদী জলে!
তবুও তোমার দিক্‌ভ্রান্ত ডাক গভীর অতলে
আন্তরিক-স্রোতে মগ্ন চেতনায় ধ্বনিত আওয়াজ,
তারাকে উদ্দেশ করে ভেসে যায় স্থিতি-সুখ-সাজ—
অতীত-ফুটন্ত ফুল অবশীর্ণ আগামী-আঁচলে।

সুখের জানালা খুলে বেদনার্ত বিষণ্ণ রাত্রির
অতল ব্যাপ্তির ছায়া দেখেছি যে প্রমত্ত অস্থির
তোমার ইচ্ছার মেঘে—মুছে নিয়ে অমল আকাশ
তুমিই এসেছো নেমে আতিশয্যে অরণ্য সত্তায়
উন্মদ ঝড়ের ঢেউ-আন্দোলনে! পুষ্পময় মাস
তোমার অমোঘ হাতে ভূলুণ্ঠিত শীতার্ত ব্যথায়।

কোনো এক জীবনপ্রেমিকের প্রতি

সানন্দে সন্ধ্যায় নদী পার হও
গাঢ় অন্ধকারে—
অন্তিম ইচ্ছার মতো শেষ তারকার
সুতীব্র সত্তাকে ভোলো,
নেমে এসো আরো আরো নীচে
অতল অগাধ স্নিগ্ধ গভীরতা যেখানে সাদরে
মুছে নেবে অঙ্গীকার, উন্মাদনা, ব্যর্থতার দাহ।
অনেক চলেছো পথ সারাদিন,
পেয়েছো প্রখর
জীবনের রূঢ় তাপ হৃদয়ের সজীব জগতে—
কত বীজ হল মহীরুহ,
প্রমত্ত প্রেরণা কত রূপায়িত শিলার ফলকে
অনন্য মূর্তির দেহে সুললিত নিপুণ কলায়।
তারপর সূর্যবেগে অস্থিরতা অস্তমিত হলে
নিবিড় রাত্রির স্বাদে মুছে দাও ক্লান্ত দিনলিপি।

নিঃসঙ্গ শিখর

আলোর মগ্নতা অন্তে
এ হৃদয় নিঃসঙ্গ শিখর!
দিনের নিরন্ত ঢেউ
আবেগের প্রমত্ত খেলায়
নিরাসক্ত শিলাতটে অপরূপ
আলো-আলিম্পন,
আবেশে আশ্লেষে মূর্ত
অস্তমিত দিকচক্রবালে।
রাত্রি-পরাঙ্মুখ মন শেষ অঙ্কে
চির বিস্মরণ।

বিহ্বল প্রহরে মত্ত
সীমাহীন কামনার দাহ
অরণ্যে প্রদীপ্ত শিখা
দাবানলে দুরন্ত আগুন---
ভস্মশেষ অঙ্গীকার, মৃতইচ্ছা,
উন্মীল স্মৃতিরা।
এখন দিগন্তে ক্লান্ত
তারাদের মর্ত পিপাসার
সকরুণ অভিলাষ হৃদয়ের
প্রান্তে ঝরে পড়ে,
বালির বিশ্রান্ত দেহে শীর্ণ ক্ষীণ
সমুদ্র ফেনায়।
কঠিন তুষারে চির ঘনীভূত
কবোষ্ণ কামনা
বসন্ত বেদনা আনে মঞ্জরিত
জীবন বিলাসে।

যতই গভীরে নামো
শূন্যতার ভাষাতীত বুকে
অতল অনন্ত ব্যাপ্ত
সীমাহীন নীল অন্ধকারে।

আলোর মগ্নতা ভুলে
তাই তুমি রাত্রিতে বিলীন।
তোমার স্বপ্নের নদী
যে দিগন্ত প্রতিবিম্বে ধরে,
অন্যতর সূর্য তাকে আলো দেয়
নক্ষত্র-আভাসে
অমর্ত্য ছায়ার মুখ তরঙ্গিত
আন্তরিক স্রোতে।
কে পাবে সীমার স্বর্গ ?
পৃথিবীও অকম্প্র প্রহরে
স্মৃতির উজ্জ্বল রেখা অবিরত
নির্নিমেষে দেখে--
অনুধ্যানে মন্ত্র জপে আজীবন
বিষাদের রাগে!

তোমার হৃদয় ছুঁয়ে
অতীতের অবসন্ন পথে
যারা কতকাল ক্লান্ত
প্রেতের ছায়ার মত—
সেই সব স্ফুলিঙ্গ-হৃদয়
অন্ধকারে দীপ্তিহীন মৃত উল্কা
নিস্পন্দ অতীত।

তুমি একা, তুমি নির্বিকার
বিষাদের ক্লান্তি রেখা পার হয়ে
সুখাতীত তীরে
নীল অনুভূতি হ্রদে রেখায়িত
স্থির অনাকুল।
সেখানে দিবস রাত্রি দুটি নদী
অবিচল স্রোতে
প্রদক্ষিণ-রত স্তব্ধ শিলীভূত
অনীহ প্রতিমা
পুষ্পিত সময়-অর্ঘ্য অনাদৃত
অম্লান ব্যথায়।

সেখানে তুষার স্তূপে পূজারীর
    পদচিহ্ন এঁকে
দুরারোহ লক্ষ্য খুঁজে
কে পেয়েছে তোমার মনের
অপার সান্নিধ্য-সুখ ?
কে দিয়েছে মনের গোপনে
সুধাদ্রব অনুভবে
মোহলীন মৃদু মধুরিমা !
সব ধ্বনি সায়ন্তনে ফুল হয়ে
    ধূলিতে ছড়ায়
সব স্মৃতি ইতিহাস
    অকরুণ ত্রিকালের চোখে।

অপার দূরত্বে তুমি স্থিরকল্প
    নিষ্কম্প বিরাগ,
অভিনব উত্তরণ প্রয়াসের
    একান্ত আবেগে।

মনের জোনাকী

[১]

নীলপদ্মকলি রাতে
গ্রহতারা ভ্রমর-গুঞ্জন,
শ্বেত প্রজাপতি চাঁদ ভেসে যায় অধরা উন্মন।

[২]

জলের মুকুরে দীপ্ত দেখে সূর্য
বিমুগ্ধ প্রণয়ী
নিজস্ব আলোর দানে রূপস্রষ্টা প্রেম চিরজয়ী।

[৩]

রাত্রি সীমায় যেমন দ্যুতিত দিন—
প্রেমহীনতার বিষণ্ণ কল্লোলে
দ্বিতীয় সত্তা শুক্র চন্দ্র লীন!

[৪]

রিক্ত ডাল কৃতাঞ্জলি
বিষণ্ণতা ব্যাপ্ত নীলিমায়
সকাল সূর্যাস্ত তাকে ভালবেসে আলো দিয়ে যায়।

শেষ কথা—চিরন্তনী

যে ফুল পাথরে ঝরে, সেও শিলীভূত
নিষ্প্রাণ ফসিল হয়ে কোটি যুগ
চিহ্ন রেখে যায়,
নির্জর একদাকীর্ণ অনুভূতি
ফুলের অতীত!
হয়তো আসন্ন দিন—শেষ তারা
ফুটে ঝরে গেলে
মেঘের মুখের মৃদু স্নিগ্ধতার
কুয়াশা সরিয়ে
এনেশ্বর সূর্য তার তীক্ষ্ণ চির
নতভ্রূ নয়নে
জ্বলন্ত রঙের দ্যুতি ঢেলে দেবে
স্পন্দহীন জলে।
যে ছিলো সান্ত্বনা নদী, সেই হবে
রুক্ষ আবেগের
উন্মত্ত উত্তাপক্লিষ্ট মরুমায়া
তৃষাহত তীরে!
তবু দেখো হৃদয়ের একপ্রান্তে
বিস্মরণে ম্লান
শেষকথা লেখা আছে—লেখা থাকে
কবিতার মিলে,
অশ্রুজলে স্নিগ্ধতর—বেদনার ঝরা ফুলে ঢাকা।

এবার তোমার মুখ

এবার তোমার মুখ উন্মোচিত কর প্রিয়তম—

অন্ধকার সহনীয় করে আমি প্রহর জেগেছি—
উপমায় ভারাক্রান্ত এ হৃদয় ক্লান্তিতে আহত !
তুমি কি সূর্যের মতো কিংবা তুমি সূর্যতর আলো,
জীবন নিসর্গে দীপ্ত আনন্দের অমূর্ত প্রতিমা !

আর তুলনায় নয়, এসো তুমি প্রত্যক্ষ গোচরে
সহজ সুন্দররূপে—অন্তরাল হোক অপসিত !
আলোকের সঙ্গ চেয়ে প্রত্যয়ের পরিপূর্ণ স্বাদে
আত্মমগ্ন অন্ধকার দূরে করি বিভাসিত দিনে !

সূর্য থাক মহিমায়—কোটি সূর্য অন্তরীক্ষ নীলে
প্রিয়তম তুমি থাকো দীপ্তিমান আমারই নিখিলে।

শিখা অনির্বাণ ঃ ২৭শে নভেম্বর

শান্তির সুস্মিত দীপ শুভ্রজ্যোতি শিখা অনির্বাণ,
পারাবত-শ্বেতপক্ষ আন্দোলিত পলকে পলকে।
পৃথিবী বসেছে জপে, নামমগ্ন, সেই প্রিয় নাম,
পৃথিবীর ধ্যান-স্বপ্ন উদ্ভাসিত স্মৃতির ফলকে।
তবুও বিচ্ছেদ ভয় শোকাহত হৃদয়ের তারে
নিষ্ঠুর রাগিণী তার বাজাবেনা, নিবিড় প্রত্যয়
সোচ্চারে প্রকাশ করে জীবনের নিশ্চিত গৌরব,
ফুলের সৌরভ বড় ফুল হতে, প্রেম এ হৃদয়।

শান্তির সুস্মিত দীপে অনির্বাণ আলোক ক্ষরণ
সে ধারায় শুচিস্নাত বিশ্বলোক জেনেছে মরণ
স্মরণের কাছে আজও পরাভূত—তাই স্মৃতিভার
চেতনার বড় কাছে দুলে ওঠে দ্যুতি মণিহার।

আগামীর স্বপ্ন চোখে অন্ধকারে আলো চিনে চিনে,
পৃথিবী প্রণাম রাখে পদপ্রান্তে বিদায়ের দিনে।

মার্টিন লুথার কিং-কে নিবেদিত

এক বিন্দু অশ্রু আজ বেদনার্ত রক্ত হয়ে ঝরে!
জীবন রক্তিম হোল আরও একবার,
আদি অন্ত হীন দীপ্ত প্রতিশ্রুত চির অঙ্গীকার
ধর্নিত কি মানবিক হৃদয়ের আন্দোলিত ঘরে!
আকাশে বিশ্বস্ত তারা নিয়ে তার অনন্য ব্যথার
স্পন্দিত উজ্জ্বল প্রেম নিরুদ্বেগে জ্বলে,
নিরন্তর অন্ধকারে সেই মুখ আগামী বিভাস!
এক বিন্দু অশ্রু যেন রক্তঝরা অমর্ত্য আত্মার
ক্ষমার দুরন্তধারা—পাথরেও পথ কেটে চলে—!
ব্যথাহত পৃথিবীর সান্ত্বনাই সত্য ইতিহাস!

আমার মায়ের মুখ পদ্মায় মেঘনায়

আমার মায়ের মুখ মেঘনীল পদ্মায় মেঘনায়,
ভোরের উন্মীল চোখে ভেসে আসে রোদের সোনায়,
ঢেউ-এ দোলে কালো চুল—চাহনিতে নিবিড় আকুল
ছলো ছলো ভালোবাসা, একরাশি ঝরে-পড়া ফুল!

আমার মায়ের মন কোমল নদীর দুটি তীর
সবুজ ধানের শীষে থরো থরো হাওয়ার শরীর!
ক্লান্তির প্রহরে কোল স্নিগ্ধতর নিভৃত কুলায়,
আকাশে জোছনা কাঁপে—মার বুক মমতা বিলায়!

আমার মায়ের ভাষা মৃদুস্বরে শুনি কানে কানে
গভীর স্বপ্নের প্রান্ত ছুঁয়ে আসা দোলনার গানে!
জন্মের প্রথম ধ্বনি—উৎস যার আলোয় হাওয়ায়,
ঝরানো পাতার শব্দে—তরঙ্গিত পদ্মায় মেঘনায়!

নিবেদিতা

স্থির অবিচল শিখা দীপ্তিময় অনন্ত সবিতা
শতাব্দীর তমসায় সূর্যতেজে আত্ম নিবেদিতা
প্রদ্যোতিত শুভ্রজ্যোতি দৃপ্তনেত্র-বিশ্বাসে সজীব
হৃদয়ের অমঙ্গল কল্পনায় তুমি মূর্ত শিব ;
কল্যাণে সুস্নিগ্ধ রূপ—প্রেমে ধ্রুব—বিষাদে করুণ
দিগন্ত-নীলিমা ব্যাপ্ত রাত্রিশেষে রক্তনবারুণ
আশীর্বাদে রেখে গেছো—রূপভ্রষ্ট বিশীর্ণ প্রান্তরে
বৃষ্টিহীন প্রতীক্ষার অবসান আতাম্র প্রহরে।

সঞ্জীবন বীজমন্ত্র—আলোকিতা—সে তোমার নাম
ক্লান্তিতে আহত যুগ প্রত্যাশায় জানায় প্রণাম।

গোর্কির ঝড়ের পাখির গান শুনে

এখানে সমুদ্র নেই, বদ্ধ জলা ধোঁয়াটে মেঘের
বিষণ্ণ ছায়াকে ধরে মৃত ইচ্ছা রোমন্থনে রত,
ঝড়ের সংকেত নামে স্থাবিরতা-দীর্ণ মাটিতেই—
আকাশে নিস্ফল মেঘ সে হাওয়ায় সুদূরে বিতত।
এখানে বজ্রের ধ্বনি প্রতিধ্বনি হয় আবেগের
হয়তো মুহূর্ত-দীপ্ত মত্ত ঝড়-দোলানো হাতেই
ভীরু হাত সংযোজনে। তারও পরে হৃদয়ের গান
উচ্ছ্বাস-হারানো মৃদু ঝরানো পাতার অভিমান।

অন্যতর দিগন্তের উচ্ছ্বসিত একাকী পথিক—
তোমার উদ্ধত দৃপ্ত যৌবনের মদগর্ব ডাকে
স্থানুর উদ্বেল স্বপ্ন খুঁজে নিতে দিশাহারা দিক
বাঁধন ভাঙার মন্ত্র স্পন্দহীন নিস্পৃহ ডানাকে
দিয়েছে অস্থির দোলা! হয়তো বা তোমার পিপাসা
মুক্তির উদ্দাম ছন্দে মৌন মুখে দেবে নব ভাষা!

ভালোবাসা

ভালোবাসা কেন তুমি নও বলো মৌসুমী সমুদ্র
অনুভবে কেন তুমি হলে না বিহ্বল
আকাশ-নীলান্ত? আমি অন্তহীন রুদ্র
নিঃশব্দ কান্নাকে ভুলে তোমাতেই স্থির অবিচল,
অর্পিতার স্বর্গে পাই স্নিগ্ধতর আশ্রুত প্রসাদ!
ভালোবাসা তুমি কেন নেমে এলে, মনে অবসাদ
যখন সন্ধ্যার ফুল! তুমি কেন উজ্জ্বল তারায়
প্রতিকৃতি এঁকে দাও—সে আভাসে রাত্রিও হারায়!
ভালোবাসা, তুমি কেন প্রতিমার প্রদীপ্ত শরীরে
নিরুচ্চার হয়ে আছো? আমি তার মহাসন ঘিরে
ইচ্ছার সহস্র দীপ জ্বেলে রাখি; ধূপের দহনে
স্মৃতির ধূসর গন্ধ! অনাকুল নিরাসক্ত মনে
কথার পুষ্পিত অর্ঘ সচন্দন করুণ অঞ্জলি;
অনুধ্যানে রাত্রিদিন দীপান্বিত মুগ্ধ নামাবলি!
ভালোবাসা তুমি কেন বেদনার অন্য এক নাম
সর্বস্বত্ব দিয়ে আজ রিক্ততার ক্লান্ত পরিণাম
জীবনের শূন্য হাতে—তবু আরও চেয়ে প্রতিদানে
শাশ্বতী তৃষ্ণায় জ্বলে— মন চলে যমুনা-সিনানে!

আমার অস্তিত্ব

বিষণ্ণ কাচের ছায়া-বেদনায় সেও শরীরিণী—!
অন্ধকারে রেখায়িত তারাহীন সূর্যহীন মন
মুখ রাখে সরোবরে; স্বাক্ষরিত একক জীবন
বিষাদের নামান্তর—অপরূপক ভাষা তার চিনি!
আনন্দ-উজ্জ্বল কাচে যাকে দেখি—আলোস্বরূপিণী
লাবণ্য-নির্ঝর ধারা—প্রত্যয়ের পরশরতন,
পাথরে সোনার দ্যুতি! অনুভূতি বিমুগ্ধ রণন,
হিন্দোল রাগের ছন্দে সুর বাঁধে সে বীণাবাদিণী!

বিষাদে অথবা সুখে যে ছায়াকে দেখি চিদাকাশে—
আমারই অস্তিত্ব মূর্ত তার নীল তারার আভাসে!
কখনো আলোর ভাষা কখনো বা অন্তিম আলাপ—
অনন্ত শীতের হাতে যে ছলনা, ফুলে তারই ছাপ
দেখেও আবার ব্রত-সাঙ্গ-করা গোলাপের মনে
আমারই অস্থির মন রেখে যাই পট বিবর্তনে!

মনে করে রাখা মন

গোলাপে বিষণ্ণ মন নিয়ে বলো আমি কি যে করি!
বেলা যায় অকারণ গাগরী ভরণে—!
জলের স্বপ্নেও সুখ—অপুষ্পিত চোখের বেদনা
সানুরাগে কল্পনার মায়াবিনী সমারোহে ভরি,
অরণ্য-চন্দ্রিকা পালা নিষ্ফলতা নিরাশা দহনে!
কিছুই মেলে না হাতে—তারকার রত্নদীপ গোনা
একান্তে সমাপ্ত হলে নির্জনতা প্রিয় সহচরী
ফুলের সান্নিধ্যমুখী মন নিয়ে বলতো কি করি?

ইচ্ছার আলোর কণা একঝাঁক জোনাকীরা জ্বলে,
বিচ্ছিন্ন ব্যথায় নীল স্ফুলিঙ্গের অবাধ ঝরণ—
রাত্রির সুদীর্ঘসত্তা কামনার্ত মনের অতলে
মহীরুহ ছায়া ফেলে—আলো মুছে নিতে তার পণ।
তখনও বিশ্বাসী আমি, হাতে নিয়ে জমানো স্মৃতির
ধূসরিত শীর্ণ মালা, আজও খুঁজি প্রতিশ্রুত তীর!
তবুও স্মরণ কাচে পলাতক ছায়াটুকু ধরি—
মনে করে রাখা মন নিয়ে আমি বলতো কি করি!

ইচ্ছাকে ভোলাতে চাই

ইচ্ছাকে, শৈশবে টেনে, দোলা দেয় বুকের দোলনা,
সযত্নে অর্গল আঁটা—হাওয়া বলে একটু খোল না—
সূর্যও নজর দেয়—অগণিত নিরাসক্ত ভীড়ে
নিরন্ত বিস্ময়ে কেন সেই চোখ আসে ফিরে ফিরে!

ইচ্ছাকে ঘুমের গানে শান্ত করি—পদ্মপাতা কাঁপে
অন্ধকার হাত রাখে সে শরীরে কোমল আলাপে!
তখনই রাত্রির পায়ে বেজে ওঠে চলার নূপুর—
তার মুখ মনে পড়ে—আকাশেও জাগরণী সুর!

ইচ্ছাকে ভোলাতে চাই—ভুলে থেকে আলোর বাসনা
অবাক পৃথিবী দেখে ঘুম ভেঙে সূর্যগলা সোনা!

বাজিকর

মনকে সুতোয় বেঁধে পুতুল নাচাই
বাজিকর আমি বাজিকর!
উজ্জ্বল রাংতার জরি সাজ পরে
কখনও রাজার সাজে ইতিহাস গড়ে—
কখনও ধুলোয় স্থিতি—পর-নির্ভর।
পুতুলনাচের তালে বাঁধা-গৎ নাই।

মন শুধু হাতছানি দিলেই ভোলে না
তবু তাকে অকারণে বলি—
আকাশের যত তারা সবই যে তোমার—
যা হারালে এ জীবনে—পাবেই আবার
স্মৃতির পাতায় লেখো বিস্মৃতি-কলি—
সময়ের স্রোতে তীর কখনো দোলে না!

তারপর ভেঙে দিই তাসের মিনার—
কুশলী খেলার মোহে আমি তৎপর
দেওয়ালে খোদাই ছবি মুছে নিঃশেষে
আহত নয়নে তার অকরুণ হেসে
বলি অনুভূতি—সে তো ক্ষণিকের চর—
মৃত্যুর ইংগিতে নিশ্চিত হার!

সুতোর বাঁধনে নাচে অসহায় মন
কখনও রাজার সাজে—কখনও নফর!
দিগন্তে আনি দিবারাত্রির পালা
বিচ্ছেদে ম্লান করি মিলনের মালা—
প্রস্তরে পরিণত পরশ রতন।
মন কাঁদে আমি হাসি—আমি বাজিকর।

প্রতিদান

কিছু কি দেবার ছিলো
অন্ন অন্ন করে খুঁজে দেখি—
নিঃসঙ্গ ঝিনুকে যদি আচম্বিতে মুক্তা মিলে যায়,
দিগন্তে রিক্ততা ধ্রুব পুষ্পময় অন্তিম সন্ধ্যায়।

অথচ হৃদয় জানে প্রতীক্ষার তীব্রতা দহনে
কত ক্লান্ত এ জীবন—যা পেয়েছি
জরা তার বুকে
অক্লান্ত নিষ্ঠায় রত সমাপ্তির সমাধি-ফলকে।

কিছু কি দেবার ছিলো—
কোন অঙ্গীকার
কোথায় করেছি, কবে কার কাছে—
কিছু মনে নেই—
অসীম রিক্ততা তবু পরিপূর্ণ সেই প্রতিদানে।

অব্যক্ত

নিরন্ত স্তব্ধতা তুমি—মৌনমুখে দেখি আকাশের
বিবিক্ত তারার জ্যোতি; শব্দহীন সমুদ্র-সময়
নিঃসঙ্গ পথের যাত্রী—শোনে ক্লান্ত ভীরু অনুনয়-
তারপর দিন রাত্রি ম্লান স্মৃতি ধূসর ফুলের!
নীলাভ নির্জন চোখে চেয়ে থাকো—আমার মনের
বেদনার্ত অন্ধকারে সারি সারি প্রশ্ন জ্বালাময়—
সান্নিধ্য-প্রদীপ জেলে বিভাসিত অনন্য হৃদয়—
কখনো আসে না কাছে—অস্থিরতা উদ্দাম ঝড়ের
সংকেতে নেভায় প্রতি নিমেষের দীপ্ত দীপাবলী।

তোমার অসক্ত মন ভাষাহীন—আমি শুধু বলি
আবহসংগীতে সেই এক সুর—সেই একই কথা!
নিশ্চল আকাশ-পটে কৃষ্ণচূড়া-মাখা আকুলতা
রক্তিম উচ্ছ্বাসে কাঁপে! অনাকুল জীবনের চোখে
করুণা কি মঞ্জরিত আতিশয্যে পলাশে অশোকে!

নার্সিসাস

আত্মরতির বুভুক্ষা আজও হয়েছে কি প্রশমিত?
সূর্যঘড়ির দেশনা-দীপ্ত জীবনের খেলাঘরে
সূর্যমুখীর পরাহত মন কালের দু'হাতে ঝরে,
বন্ধ্যা হৃদয় ফসল বিহীন ক্রন্দনে মুখরিত!
কীর্ণ তারায় সূচিত চকিতে দিবসের অবসান!
এখনও কি নীল নিবিড় স্বপ্নে বাজে নি সে আহ্বান

ধূসর কালের বিস্মৃত-পটে কুসুমিত নির্জনে
বিম্বিতরূপে আত্মহারার আত্মকাহিনী লেখা
নিরুপাখ্যের বর্ণালীমায়া দুরাশা দহনে একা
প্রতিধ্বনির অতনু কামনা জর্জর ভীরু মনে—!
হেনেছে আঘাত প্রত্যাখ্যানে—নির্বাক অপমান
নির্জিত প্রেম—দুর্মর দাহ তবু আজো অম্লান!

যুগযুগান্ত ঝরে যায় ঝড়ে—পিঙ্গল ঝরাপাতা
পীত পৃথিবীর মৃত্তিকা মনে রাত্রিরা চূর্ণিত—,
ধূসর রাতের পাণ্ডুলিপিতে এষণা অপরিমিত,
বিগত-সূর্য-মালিন্য-স্বাদ ভুলেছে আলোক গাঁথা!
মুখ তুলে চাও আত্মপ্রেমিক—শোন পেতে আজ কান
অন্তরীক্ষে বিপ্রলব্ধ বেদনার অভিমান।

মন হারানোর খেলা

একহাঁটু বালির মধ্যে
নদীটা মুখ থুবড়ে ঝিমিয়ে পড়েছে—
জলজঙ্গলের সবুজ বেড়ায় হলুদ প্রজাপতি
আর সাদা বক ঝিলমিল রোদ পোহায়,
সকালবেলায় দাক্ষিণ্যে সবুজ পাতায়
আলোর মধু ঝরে।

এপার-ওপার মিলিয়ে দেওয়া সাঁকোর ধারে—
ডাল ছড়ানো বটের মাথায় হাওয়ার পাগলামী
ঘাস কাঁপানো ফুল ঝরানোর ছেলেখেলায়।
শিস দিয়ে যায় অনেক দূরের চন্দনা
টিয়ার ঝাঁকে সবুজ আলো কাঁপে
সারা চোখের চাওয়ায়।

কে জানে সে সত্যি দেখা কিংবা মনেই গড়া
অবুঝ কোন ভালোলাগার মুগ্ধ ইতিহাস!
স্বপ্নে না হয় জেগেই দেখি স্মৃতির পাতা জুড়ে
সোনালী এক দিনের শরীর আলোর রঙের টানে—
সাঁকোর পারে অনেক দূরে মন হারানোর খেলায়!

শাশ্বত

শাশ্বত তারার মুখ—পৃথিবীর ক্লেদাক্ত গ্লানির
পঙ্কের পঙ্কজ সেই—সূর্যাহত পিপাসার নীড়!

দূরত্ব কি পার হবো? অনায়াস চির উত্তরণ!
আশ্রুত আশ্বাস মনে রেখেছে কি নির্লিপ্ত জীবন!
মাটির মালিন্য ভারে জরাজীর্ণ নদীর হৃদয়
সুদূরে তারার স্বচ্ছ ছায়া ধরে—সেই তো প্রত্যয়!

তাকে কি দু'হাতে ধরে অনুভূতি হয় রমণীয়
অতৃপ্ত ব্যথার ফুল এ মাটিতে সবচেয়ে প্রিয়।

সুখ

হৃদয়ে যা জমা আছে—দেউলিয়া জীবনের হাতে
কখনো দেবো না তুলে—যাক স্মৃতি যাক বিষাদের
করুণ মধুর স্তব, আলোছায়া হিরণ্য প্রতিমা
ইচ্ছার আদলে গড়া! সান্ত্বনার সজল প্রলেপ
প্রেমের অকুণ্ঠ ভাষা—একে একে গাঢ় অনুভূতি
মর্মের উন্মাদ দোলা শান্ত হোক নীলান্ত প্রহরে!

আচম্বিতে অন্ধকার ঘনীভূত ফুল ঝরে গেলে
জেনেও সুস্থির মন! হৃদয়ের অনেক গভীরে
সঞ্চিত রেখেছি সুখ অনাবিল স্বপ্নের ঝিনুকে!
রাশি রাশি মুক্তা নিয়ে আত্মরতি জীবন বেলায়।

এখন উদ্যানে কেন?

এখন উদ্যানে কেন— ? সূর্য ছুঁয়ে গেছে সারাদিনে
ফুলের বিচ্ছিন্ন সত্তা—গন্ধ, সুধা, সজীবতা চিনে
পাবে না নিঃসীম তৃপ্তি ; অবেলায় দিনান্ত ভ্রমণে
পাখিও উৎসুক নয় নীড়মুখী অবসন্ন মনে।

উদ্যানে সন্ধ্যার হাত খেলা করে ঝরানো পাতায়
অথবা বিবর্ণ ফুলে, সহচরী হাওয়া তার গায়
বিষণ্ণ হাসির শব্দে মিশে থাকে—এখন বিরত
উদ্দাম শাখার সাধ শান্ত ঘুমে শিশুদের মত।

এখন উদ্যানে শান্ত গোধূলির ক্লান্তির প্রহরে
স্মৃতির নিশ্চিন্ত হাতে হাত রেখে ফিরে চলো ঘরে!

যৌবন ফুরালে

যৌবনের যাদুমন্ত্র অবসানে
এ জীবন দুর্ভেদ্য খাড়াই!
উৎসের স্মৃতিকে ভোলা ভীরু চোখ
পরিশ্রান্ত মন—
অনিবার্য সায়ন্তনে দৃষ্টি রেখে
শেষ অঙ্ক-পটে,
অনন্য সূর্যাস্ত দেখে
উদাসীন বিবিক্ত হৃদয়।

যৌবন-বিগত দিন জীবনের
প্রতি ধাপে ধাপে
সুকঠিন উত্তরণে
জিজ্ঞাসার অকরুণ ভাষা—
নির্বিঘ্ন মনের প্রান্তে কীটদংশ
যন্ত্রনার দাহ।

যৌবন স্মৃতিতে লুপ্ত
সময়ের পলি আবরিত!
রূপ দক্ষতার হাতে কারুকার্য
নিপুণ প্রয়াসে—
যৌবন উত্তীর্ণ দিন তারই ক্লান্ত
ভগ্নাংশ-বিষাদ
হতাশা-মথিত চোখে চেয়ে থাকা
প্রাচীন দেউলে!

এখানেও দীপ্ত প্রেম

পুরাতন পৃথিবীর সহচরী বিষণ্ণ গাছের
আকাশ দর্পণে ছায়া ! অবসন্ন শেকড়ের হাত
মাটির আশ্বাসে তৃপ্ত—শ্রান্ত পাখি দিন সাঙ্গ করে
নীলান্ত রাত্রির বুকে পলাতক চন্দ্রিমা বিলাসে।
এখানেও সূর্যদ্যুতি ভাষা হয়ে মুগ্ধ সকালের
অনুভূতি লিখে যায়—উচ্ছ্বসিত অনন্য প্রপাত
তরুরাগে চন্দনের রক্তটিপ পরায় আদরে—,
এখানেও দীপ্ত প্রেম আলোতে ধ্বনিতে নেমে আসে।

কালকের রাত

কাল সারারাত অস্থিরতার
উজ্জ্বল হার,
দুলেছে আকাশে আদিম তারায়
উদ্দামতায়
অন্ধকারের কল্লোল বেগে
মত্ত আবেগে
থরথর মন নীল প্রজাপতি
দিশাহারা গতি।

কাল সারারাত ঝোড়ো হাওয়া দোলা
স্বপ্নকে ভোলা
দিনের আভাস ঝরিয়ে ধূলাতে
উচ্ছ্বাসে মাতে—
দেখে এ মনের অতন্দ্র পাখি
কম্প্র একাকী
ভাব-সমুদ্র-তরঙ্গরোলে
স্থিতি-সুখ-ভোলে।

কাল সারারাত চেনা জীবনের
নিষেধের ঘের
অনায়াসে ভুলে অজানা বাসরে
কার হাত ধরে
প্রমত্ততায় গিয়েছি হারিয়ে
সীমানা ছাড়িয়ে—
কার নত চোখে শত পৃথিবীর
নিতল নিবিড়
প্রাণের উৎস পেয়েছি গোপনে,
অনুরত মনে
নেমেছে শুক্লপক্ষ জোছনা
রুপোতারে বোনা
শ্বেত চম্পক স্নিগ্ধ আবেশ—
অনুভূতি রেশ।

কাল সারারাত ছিলো স্বাপ্নিল
কবিতার মিল
জেগে থাকা ঢেউ ঘুমের নদীতে
এনেছে চকিতে
চিরজীবনের অশেষ চাওয়ার
বেদনার ভার।
রূঢ় রৌদ্রের সন্তাপ-তীরে
ঘন-বীথি ঘিরে
অযাচিত দানে ভরেছে দু'হাত
কালকের রাত।

আমার ঈশ্বরকে

আমার হাতে কি তুমি নিপুণতা দিয়েছো বিলিয়ে
হৃদয়ে ইপ্সার মতো—যা দেখেছি,
যা পেয়েছি বুকে
বেদনা কি ভালোবাসা যে নামেই সংজ্ঞা হোক তবু—
তাকে রূপায়িত করে নিতে চাই প্রতিমা আদলে!
অথচ কান্নার চির আকুলতা
জীবন-মথিত,
মৌন বেদনার সুরে দুলে ওঠে—ক্লান্ত হাহাকার,
অক্ষম আসক্তি দাহ অনুভবে ব্যর্থ ব্যথাহত।

কি দিয়ে সে রূপাতীত প্রতিমূর্তি এ জীবনে গড়ি
তুমি তো অস্থির সাধ বুকে ঢেলে
অকরুণ হাতে
সাধ্যটুকু কেড়ে নিলে সাধনার কঠিন প্রয়াসে।
বিশ্বাস মনের প্রান্তে ধরা দিয়ে তখনই বিলীন
তারপর শূন্য বেদী—দীপ্তিহীন নিরন্ধ্র আকাশ।

তবু কৃতাঞ্জলি হয়ে প্রার্থনার
সোচ্চার বিলাপ—
বিলুপ্ত কোর না স্বপ্ন অনুভবে কান্না থেমে গেলে।

বৈশাখের জার্নাল—১৩৭৫

রবীন্দ্রনাথের ছবি?   জন্মদিনে মালা দাও ফ্রেমে,
পুরনো বছর আজো চালচিত্রে স্থির হয়ে থেমে।
আকাশে জীবন্ত সূর্য, মহাকাশে কই গাগারিন,
প্রশ্নের রুদ্রাক্ষ-মালা গুনে চলি—এক দুই তিন!

পৃথিবী স্থবির হয়—জীর্ণ ক্লান্ত এক পা বাড়ায়
মঞ্জরিত অনুভূতি ধু-ধু রোদে নিজেকে হারায়!
দিনের উত্তাপে জ্বলে দিকে দিকে কৃষ্ণচূড়া লাল
রক্তচক্ষু ভ্রূকুটিতে চোখ মেলে অবুঝ ত্রিকাল!

দিনপঞ্জী ভরা থাকে পুরাতন অভাবে স্বভাবে!
গতানুগতিক ছন্দে মন ভাবে আরও কিছু পাবে!
পিপাসার ক্ষান্তি নেই—মরুতাপ করুণ তামাসা
অনাবৃষ্টি বুকে আছে—হাতে কই লাঙল দুরাশা।

স্বদেশের ইতিহাসে কাহিনীর ঘটেনি বদল
আরক্তিম সান্ত্বনায় লুথারের চোখে ঝরে জল
কালজয়ী নিশানায় নামাঙ্কিত—সে কি হো চি মিন?
অবাক বিস্ময়ে দেখি দিগন্তরে অরুণাভ দিন।

রবীন্দ্রনাথের ছবি, কৃষ্ণচূড়া নিয়ে এ বৈশাখ—
হৃদয়ে কি আশাদীপ্ত অভিলাষ দিয়ে যায় ডাক!
উদ্দাম ঝড়ের হাতে আলোড়িত বদ্ধ জলাশয়,
প্রতীক্ষিত তপ্ত মাটি তৃষ্ণা শেষে করে বৃষ্টিময়!

জ্যৈষ্ঠের জ্বালাকে বুকে নিয়ে

অনুদার সূর্য জ্বলে, দাবানল হৃদয়ের লীন,
অরণ্যের ছায়াঘন অন্ধকারে দুরন্ত আগুন!
অতীত বসন্ত-বোধ আরক্তিম ব্যথায় আহত,
বৈশাখের অবসানে রুদ্রতর অকুণ্ঠ দারুণ
জ্যৈষ্ঠের আতপ্ত স্পর্শ—দুর্নিবার অগ্নিদাহ ক্ষত!
তবুও পথিক আমি—অফুরন্ত পথের জটিল
বেদনার্ত অভিসারে চেয়ে আছি তোমারই দু'চোখে,
আবেগের উচ্ছকিত আন্দোলন অকরুণ বেগে
উত্তপ্ত ধারায় কীর্ণ পৃথিবীর দগ্ধ তৃণ শোকে!
ধূসর ধূলির চিহ্ন ঝরা ফুলে—বৃষ্টিহীন মেঘে!

অনন্ত তৃষ্ণাকে আমি মধুসিক্ত অন্য কোন নামে
আহ্বান করি নি মর্মে—জ্বালা হয়ে কোমল বিরামে
অমেয় উষ্ণতা তুমি—চেতনায় সূর্যক্ষরা ক্ষণ—
তবু তো উৎসুক নই ফিরে পেতে সান্ত্বনা শ্রাবণ।

বকুল মাধবী হেনা

ভালোবাসা একগুচ্ছ কোমল ফুলের মত
কতকাল রেখেছি হৃদয়ে
সারাদিন পিপাসায় মগ্ন থেকে
সূর্যবেধী মনে—
ভেবেছি অর্পিত তার সরসতা
অসক্ত ধূলিতে !

এ মনের ফুলদানী কত আর
প্রাণের প্রেরণা
উষ্ণতা সজীব স্পর্শ ক্লান্ত বুকে
দিতে পারে— প্রকৃতির
নিবিড় হাতের
বিশীর্ণ আত্মায় !
দেখেছি বিবর্ণ তার নুয়ে পড়া
করুণ শরীরে—
সময়ের আতিশয্য অযাচিত
কঠিন পেষণে
বিরস মালিন্য আনে—শুষ্ক মুখে
বিষাদের আলো।
পেয়েছি বিষণ্ণ গন্ধ যেতে যেতে
স্মরণ বকুলে
যখনই চেতনা প্রান্তে স্মৃতি আসে
মৃদু নূপুরের
মধুর গুঞ্জন তুলে—সান্ত্বনার
স্নিগ্ধ বেদনাকে
চোখের সীমায় এনে মোহলীন
কোন গোধূলিতে !

ভালোবাসা বিষাদের প্রতিমূর্তি
অনাদৃত ঘরের প্রতিমা,
ধূলির প্রলেপ মাখা অন্ধকারে
সূর্য ঢাকা কোণে

ধূসরিত দিবারাত্রি স্বপ্নখেয়া
হোল পারাপার
নিষ্ফল আবেগে মত্ত জীবনের
চলাচল স্রোতে।

তবুও অস্তিত্ব তার বয়ে আনে
অরণ্য-নিলীমা
সঞ্জীবনী মন্ত্র সুধা অনুভবে
নিরন্তর ঢেলে।
আকাশ দিয়েছে আলো অগোচরে-
জানালার কাছে
নেমেছে উত্তাল হাওয়া অনুরত
হৃদয়ের ঝড়ে,
অবশীর্ণ নদীতেও প্রাণবন্যা
জোয়ারে উত্তাল।

ভালোবাসা আজো তাই
বকুল মাধবী হেনা
গন্ধবহ ফুলের নির্যাস!

প্রখর দিনেও তার মৃদুলতা
আদরের হাতে
আমার বিরিক্ত মন ছুঁয়ে যায়
বৃষ্টির আভাসে।
জ্বলন্ত ঘাসের স্বপ্নে কি অগাধ
স্নিগ্ধতার নদী।

আত্মসমর্পিত

বিনাশর্তে সমর্পণ করে মুগ্ধ হৃদয় এখন
অনির্বাদে অবিচল—দৃশ্যপটে এ নিসর্গ চেনা,
পৃথিবীর প্রাচুর্যের অগণিত জমে ওঠা দেনা—
কি দিয়ে পূরণ করি? দেউলিয়া স্বত্বহীন মন!

প্রগাঢ় অঞ্জলিবদ্ধ প্রার্থনায় ভরেছি জীবন
আজন্ম আশ্বাস চেয়ে! প্রতিদান চেয়েও মেলে না,
বাসন্তীসন্ধ্যায় যদি আয়োজিত অনুরক্ত হেনা
জেনো সে আমারই অর্ঘ্য—কবে তুমি করেছ গ্রহণ।
অথচ দাবীর আদি অন্ত নেই সময়ের চোখে
পলাতকা আবেগের পিছু পিছু নিপুণ শায়কে
অব্যর্থ নিষ্ঠুর মৃত্যু ধাবমান—দুর্নিবার গতি;
প্রসারিত দিগন্তরে শঙ্কাকুল দিনের বিরতি!

হয়তো অধৃষ্য নই প্রতিদ্বন্দ্বী অন্য কোন হাতে,
তবুও তোমারই আমি শেষ অঙ্কে, যবনিকাপাতে।

স্বপ্ন : সুখ : শান্তি

যাকে স্বপ্ন বলি সে তো ব্যথাহত অসুখী নিমেষে
নিজেকে নিমগ্ন রাখা, কল্পনার মায়াবিনী হাতে
অবাধ প্রশ্রয় পাওয়া, তারপর রূঢ় পরিবেশে
মোহের বর্ণালী রূপ অবসিত মৌন আঁখিপাতে !

যাকে সুখ বলি সে তো বেদনার তীব্রতর নাম,
দুরন্ত অস্থির বেগে শান্ত তটে আবেগ প্লাবন
ত্বরান্বিত বসন্তের অলক্ষিত পুষ্পিত প্রণাম,
আপাত উচ্ছ্বাস অন্তে মৌনতায় অবশীর্ণ মন।

যাকে শান্তি বলি সে তো সান্ত্বনার কুয়াশা মলিন,
নিরন্তর স্তব্ধতার রূপান্তর, গভীর বিরতি,
আসন্ন রাত্রির স্পর্শে নিরাসক্ত হয়ে আসা দিন
চলার উদ্দাম পথে অনিবার্য ছন্দহারা গতি।

সে নদী কোথাও নেই

সে নদী কোথাও নেই—সেই বলেছিলো,
বিষণ্ণ সেতারে তার সাহানার নিবিড় আলাপে
শিশিরের মত ব্যথা হয়তো বা ঝরিয়ে দু'চোখে—!

সে নদী কোথাও নেই—অথবা সে মনের গভীরে
সুনিবিড় ফল্গুধারা সান্ত্বনায় আজো বয়ে যায়!
দূরে ঘন অন্ধকারে দিগন্তের ম্লান চিহ্ন খুঁজে
কি হবে অস্থির বুকে বেদনার্ত শঙ্কা শিহরণে।
তার চেয়ে নীড়স্বপ্ন চেয়ে নাও, আকাশে মাটিতে
অবর্ণ্য নিসর্গ সুখ—মনোহর কোন হৃদয়ের
অনন্য মধুর স্বাদ—তারা দীপ্ত রাত্রির কবিতা!
তুমি ভালোবাসো আর স্থিতি সুখে তাকে ভুলে যাও-
অনন্ত তৃষ্ণার জ্বালা মরুময় ধূসর জীবনে।

তবু সে নদীতে লুব্ধ—অস্বাদিত কল্লোল-পিপাসা।
তাই তো ফেরারী মন অচেনার দিকে প্রসারিত!
পলাতক সে পথিক মরীচিকা জেনেও সুখের
ছলনায় আত্মহারা দ্বিধাহীন বিশ্বাসে বিতত!

সন্ধ্যায় এসো না

সন্ধ্যায় এসো না কেউ,
নির্জনতা এখন হৃদয়ে
অগাধ শান্তির মত চোখে-মুখে মনে ঝরে পড়ে-
হৃদয়ে কোমল হাত জীবনের
সান্ত্বনার ছলে !
এখন দিনের প্রশ্ন, রাত্রির উত্তর
একে একে মিছিলের মত দূরে আরও দূরে
চলে যায় ভেসে !
আমি একা—অন্ধকারে নদীর গভীরে
শব্দের হারোনো রেশ কেঁপে ওঠা
পাখির প্রলাপে,
ফুলের উন্মীল গন্ধ বাতাসের মৃদু কবিতায় !

এখন এসো না কেউ,
জীবনের শেষ অংগীকার—
স্মৃতির দেওয়ালে ছবি খুলে রেখে
আছি বিস্মরণে।
কি চেয়েছি ! কার কাছে ? কি দিয়েছি
অর্পিত বিলাসে—
সব ভুলে থাকা সুখে আত্মলীন
সন্ধ্যা গাঢ় হলে !

এ যেন আশ্চর্য সেতু
যার নীচে নদী বহমান,
সব সুখ, সব ব্যথা ধুয়ে মুছে
অবিরত স্রোতে !
এ পারে দিনের ক্লান্তি
অন্য পারে রাত্রির ঘটনা— !
দুদণ্ড বিশ্রাম দাও—নিভৃতের
সান্ত্বনায় থাকি—
আশ্চর্য সূর্যের শেষ আভা দ্যাখো
এখনও আকাশে !

মনের রজনীগন্ধা ঝরে গেছে পৃথিবী জানে না

কি এক অস্থির ঝড় নেমেছিলো মাটিতে আকাশে
এখন পড়ে না মনে—হাওয়া বুঝি বসেছিলো পাশে
অরণ্য উত্তাল করে—নীলকণ্ঠী মেঘের প্রলাপ
নিস্তল শান্তির বুকে তরঙ্গিত তীব্র পরিতাপ।
মনের রজনীগন্ধা ঝরে গেছে—কত যুগ ধরে
স্মৃতির শিয়রে জেগে ক্লান্ত চোখ ঘুমের প্রহরে
বেদনার সংজ্ঞা খোঁজে--ভুলে থাকা ব্যথার বিলাস—
বিলুপ্ত নদীর তৃষ্ণা রৌদ্রময় করে নীলাকাশ !

অতীত বিমূর্ত সেই অনুভূতি আজো বড় চেনা
মনের রজনীগন্ধা ঝরে গেছে—পৃথিবী জানে না।

বিষাদ

বিষাদ, তোমার রাত্রি কেন তার নিঃসঙ্গ আঙুলে
ছুঁয়ে যায় আমাকেও—আমি যে অসংখ্য গ্রহতারা
পৃথিবীর ব্যাপ্তি নিয়ে খুঁজে ফিরি আলোর ইশারা
প্রতিটি সুদৃশ্য স্বপ্নে—জলে স্থলে সুশোভিত ফুলে।

বিষাদ তোমার মূর্তি এ মানসে ছায়া ফেলে ভুলে
আমার স্নিগ্ধতা আজও প্রতিশ্রুতি—তবু স্বপ্নহারা
অসামান্য তমিস্রায় বঞ্চনার আতাম্র সাহারা,
উত্তাপে তৃষ্ণার মত বেগবতী নদী ওঠে দুলে।

আমার প্রস্তুতি ছিলো সারাদিন সুখের তুলিতে
জীবনের চালচিত্র রূপে রসে রঙে এঁকে নিতে।
দিনের সূর্যের সঙ্গ আলোকিত ধূলির জগতে,
স্মৃতিকে উদ্বেল করে অফুরন্ত সূর্যমুখী হতে।
তখনই আসন্ন রাত্রি মনের প্রদীপে হাত রাখে
নিসর্গ বিলুপ্ত হলে অন্ধকার ভোলায় আমাকে।

নাগরী

এখানে অস্থির ভিড়ে তুমি যেন মরশুমী ফুল
সাজানো টবের বুকে অনায়াসে টিকে আছ সুখে
রঙে রসে রেখায়িত প্রবল উচ্ছ্বাসে !
দেওয়ালে প্রখর রোদ ঢেকে রাখে
ভীরু সচকিত
হাওয়ার নরম হাত মাঝে মাঝে মন ছুঁয়ে যায়।
পৃথিবীর বুক থেকে ধার করা নগণ্য মাটিতে
কপট প্রস্তুতি নিয়ে প্রাণবন্ত তোমার শরীর !

অথচ নিমুগ্ধ আমি, জানালায় জীবন কুয়াশা
তোমাকে করে নি ম্লান ক্লান্ত তার ছায়া আবরণে !
নিয়ন আলোতে তুমি অপরূপা রাতের প্রহরে !
বেলোয়ারী স্ফটিকের প্রতি খণ্ডে ঝলকে ঝলকে
আগুনের মতো জ্বলে অবয়ব—যেদিকে ফেরাই
আমার অশান্ত চোখ—যদিচ তখনও
নিশ্চিত জেনেছি কাচে নেই কোন নিজস্ব প্রকাশ
উৎস দূরে অন্যখানে—দর্পণের মিথ্যাই বিলাস।

কৃত্রিম রূপসী তুমি
তবু রিক্ত খড়ের কাঠামো
প্রতিমায় সুশোভিত হৃদয়ের অনিবার্য টানে।

রৌদ্রজ্বলা দিনের অতীতে

লবনাক্ত সমুদ্রের স্বাদ নিয়ে আমি চেয়ে থাকি—
তোমার স্পন্দিত ইচ্ছা খেলা করে দুরন্ত জোনাকী,
দিনের নীলান্তে দেখি গত-সূর্য-শিখার প্রভাবে
স্থির স্বপ্ন তারা হয়—নিসর্গ কি তাকে ভুলে যাবে
যে ছিল উৎসের সত্তা! তুমি তাই আমার মনের
হারানো দিনের দীপ্তি ফিরে পাও আজও বিকেলের
শেষ-রশ্মি-ছলনায়; তুমি ভাবো হৃদয়ের ঘরে
প্রাচীন মূর্তির মতো স্মৃতি থাকে সাজানো আদরে।

আমার চোখের নীলে অশ্রু নেই শুধু অবসাদ
চূর্ণিত ঢেউ-এর দেহ যে বালিতে—নয় সে অগাধ
অমর্ত্য ব্যথার তীর—রৌদ্রজ্বলা দিনের অতীতে
কেন তুমি ফিরে আসো রিক্ততার শূন্য স্বাদ নিতে।

পুরোন বাগানে

সন্ধ্যাকে আশ্রয় করে আমি এক পুরোন বাগানে
অন্ধকার-মুখী মনে ফিরে যাই ; ঝরানো পাতার
হলুদ শরীর ছুঁয়ে ভিজে হাওয়া যেন কবেকার
সাজানো সৌরভ খুঁজে বিষাদের সুর বয়ে আনে।

লতার নির্ভয় হাত প্রসারিত—আমি সবখানে
সবুজের গন্ধ পাই ; বুনো ফুলে ডানার সেতার
বাজিয়ে ভ্রমর একা ঘুরে মরে যেন কবিতার
অন্ত্যমিল ভুলে থাকা বেদনায় দিগভ্রান্ত প্রাণে।

পুরোন বটের ঝুরি আলো-ঢাকা প্রাচীন আড়ালে
স্তিমিত জোনাকী-চোখে চেয়ে থাকি পাতা ঝরা ডালে
যেখানে ক্লান্তির পাখি ঘুম ভরা ঘন কুয়াশায়
অস্থির প্রকৃতি ভুলে চিত্রপটে ছবির ভাষায়
স্বপ্নের কাহিনী বোনে; একটি কি দুটি ফোটা ফুলে
স্মৃতিগন্ধা অতীতের স্নিগ্ধ মুখ বুকে ওঠে দুলে।

কবি

নির্মোহ কালের চোখে প্রশ্নচিহ্ন চির উদ্দীপন!
তুমি কবি ফিরে চাও! বহমান অশান্ত জীবন
তোমাকে কি বারবার দিয়ে গেছে অমর্ত্য আভাস!
ধূসরিত অনুভবে মঞ্জরিত মধুপুষ্প মাস
তোমার নিস্পৃহ হাতে তুলে দিল করুণ অঞ্জলি!
রাত্রির মৌনতা ঘিরে অনুরত কার কথাকলি
তোমার মর্মের তারে ঝঙ্কারিত সুরের রণন!
হৃদয়ের সে আবেগে মন চির ব্যথার প্লাবন।

নির্মোহ কালের চোখে চেয়ে দেখো একি আকুলতা,
বলে যাও কবি তুমি! মর্মে তার সেই শেষ কথা,
তুমি তো উচ্ছ্বাসহীন মগ্ন নদী—স্বচ্ছতার বুকে
সূর্যই ঢেলেছে আলো! স্মৃতি তার মনের ঝিনুকে
মুক্তার দ্যুতির মত জমে আছে? থাক তা গোপনে!
নিঃসঙ্গ পথিক—তুমি পথ লীন দূরাসক্ত মনে।

অজানা প্রমাদ

বিশ্বাসে সুস্থির আমি—এই ঘরে ভাঙাচোরা মন
নিয়ে সময় কাটাতে পারি : ম্লান দিনে যদিও এখন
খাঁচাটাও শূন্য করে পোষাপাখী উড়েছে আড়ালে,
মনোবেড়ী দেব বলে সাধ ছিলো অতীত সকালে।
শেকল রয়েছে পড়ে—স্বপ্ন নেই চোখের পলকে
রিক্ত ডালে ঝোড়োহাওয়া একটানা যত খুশি বকে।
তবুও ভেবেছি মনে—এই ভালো! মলিন বেলার
কুয়াশায় পথ খুঁজে ঘরে ফেরা—বেলোয়াড়ী ঝাড়
ধূলি লীন আবিলতা চাঁদ ঢাকা মেঘের প্রহরে
প্রগাঢ় নিশ্চেষ্ট ঘুম দ্বিধাহীন সারারাত ধরে।

তবুও শূন্যতা কেন বারবার দেওয়ালের গায়
নীলাভ ছায়ার রেখা? নিঃস্ব রিক্ত ভাঙা খাঁচাটায়
নিশ্চিহ্ন ডানার শব্দ—মনে জ্বলা ফুলঝুরি চাঁদ
চোখের পিপাসা হয়ে বুকে আনে অজানা প্রমাদ।

তোমার জন্মের লগ্ন

এ মাটিতে যে আবেগ পুষ্পিত সৌরভ
আলোবর্ষী দিনের প্রসাদে,
যখন হৃদয় ব্যথা-অনুভবে উন্মীল কবিতা,
তখনই তোমার জন্ম—তোমার জন্মের দিন তারা
ত্রিকালে চিহ্নিত ক'রে
মূর্ত হয় প্রত্যক্ষ জগতে।
সেখানে বিস্ময় তুমি
অনুপম আনন্দ-বিষাদে
ফুলের লাবণ্যে, সুরে, সূর্যাভাসে মিশে আছো দেখে
বসন্ত-অস্তিত্বে কম্প্র-কল্পনার মাধবী-বিলাস।

তোমার জন্মের লগ্ন সব সুখে
সব বেদনায়
প্রতিটি ইচ্ছার স্বর্গে—মুহূর্তের
রজনীগন্ধার
উৎসব-সৌরভে মেশা প্রতীক্ষায়,
বিচ্ছেদের আকাশ-ঝরানো
মল্লার-মন্দ্রিত মীড়ে—অন্তহীন

বিচিত্র বীণার
ললিতে ও মুলতানে তোমাতেই
নিমগ্ন জীবন।

হৃদয়ের স্নিগ্ধতম সুধা দিয়ে
তোমার সত্তাকে
মধু-সিক্ত করে মন ভাষাতীত
কম্পিত আবেগে।
নিবিড় বেদনা মেঘে তারা হয়ে
তোমাকে জানায়
আছে তারও অঙ্গীকার
স্মরণীয় নীল যমুনায়
প্রদীপ্ত করার স্বপ্ন আজীবন
আলোর আভাসে।

কেন মুখ দ্যাখো তুমি দ্বিতীয় দর্পণে

দ্বিতীয় দর্পণ কেন—মূক আমি অনন্য ব্যথায়
নিদারুণ অভিজ্ঞান হৃদয়ের অন্ধকারে ঢেকে
সূর্যের প্রশস্তি গাই—পত্রপুটে মুহূর্তের থেকে
বিচ্ছিন্ন রজনীগন্ধা ঘরে আনি—সাজানো কথায়
কুশল সংলাপ চলে অবিরত—জানালার গায়
লতানো মাধবীকুঞ্জে চেনা গন্ধ হাওয়া যায় মেখে—
মন ভোলানোর সাধ অভিনব ; দুই চোখ রেখে
বিকেলের আতিশয্যে আমার বেলান্ত কেটে যায়।

তখন রাত্রির কাছে সমর্পিত—সূর্য থেকে তারা
একান্ত ঘনিষ্ঠ চোখে চেয়ে দেখা—হৃদের ইশারা
সফেন সমুদ্র ভুলে—পরিচিত বেদনাকে কাছে
পাওয়ার নিবিড় স্বাদ—অন্ধকারে-স্বপ্ন বেঁচে আছে
তখন নিঃসঙ্গ সুখ অনুভবে—বিমুগ্ধ অস্থির
অস্তিত্বে গোপন ঝড় সান্ত্বনায় ক্লান্ত পৃথিবীর।

জীবন ভুলেছে নদী হতে

এখন ঘরোয়া মুখ প্রসাধন বিহীন বিকেলে
নিশ্চিন্ত হলুদ ঝিল—নম্রনত পুষ্প-স্নিগ্ধ ডাল
শান্ত ছায়া সমারোহে—! স্বভাব-বিহঙ্গ আজকাল
কখনো কচিৎ স্বপ্নে ছায়াময় উড়ো ডানা মেলে।

নীলপদ্ম দিন আর স্বপ্ন-কীর্ণ রাত্রির জীবন
স্বল্পায়ু উচ্ছ্বাস জেনে অনাসক্ত তট নির্বিকার
উৎসের স্বতন্দ্র আশা আকাঙ্খিত সমুদ্র অপার
এখন স্পন্দনহীন সীমাস্বর্গে স্থিতি আয়োজন।

এখন নদীকে ভুলে পৃথিবীও তরঙ্গ-বিমুখ
স্থগিত অন্তিম অঙ্কে সান্ত্বনামুখর সোনাঝিল।
আকাশ কুশল-প্রশ্নে নেমে আসে—হাওয়ায় উন্মীল
অতীতে পুষ্পিত মৃদু যূথী মালতীর স্মৃতি-সুখ।

মনের ঝিনুক

হঠাৎ যদি মনের ঝিনুক খুলে
অনুভবের মুক্তা খুঁজে পাই
দুরাশা ঢেউ যতই আকুলতা
ছড়াক আসমুদ্র সান্ত্বনাই।

ঝড়ের ভাষা কঠিন দেহতটে
সমস্ত রাত চিহ্ন এঁকে যায়
আবার সুখের কোমল দুটি হাতে
বিমুগ্ধ দিন শান্ত মোহনায়।

পাখির উধাও আলোর ঝলক-ডানা
নাগাল ছাড়া শূন্যে ওড়ে ঝড়ে
আকুল জলে ছায়ার আলোড়নে
বুকের কাছেই আকাশ ঝরে পড়ে।

শহীদ

রক্ত নয়, ফুলবর্ষী রক্তিম উজ্জ্বল
মানুষের ভালোবাসা হৃদয়ের সূর্য ইশারায়
আলোর অম্লান বন্যা পৃথিবীতে ঝরে অবিরল
অফুরন্ত বৃষ্টি হয়ে—। আশান্বিত রাত্রির তারায়
ওরাই সানন্দ দীপ্তি! আমার রক্তের যত ঋণ
আজীবন যন্ত্রনার উপলব্ধি—, তাকে পরিশোধ
করেছে ওদের প্রেম যুগে যুগে; রাত্রি শেষে দিন
ওরাই এনেছে মর্মে—অমৃতের বোধ
ওদের সান্নিধ্য-সুখে—। মৃত্যু নিয়ে অবিভক্ত পণ
পারেনি নিশ্চিহ্ন করে দিতে চির প্রদীপ্ত জীবন।

রক্ত নয় হৃদয়ের স্নিগ্ধতম করুণা ধারায়
ধরণীকে সিক্ত করে, ভালোবেসে, ওরা চলে যায়।

দুর্বোধ্য জীবন

আমার প্রশ্নের চিহ্ন অনুরক্ত তোমার হৃদয়ে
আঁকা থাক আজীবন—নিরুচ্চার দুর্বোধ্য জীবন!
এক হাতে গোলাপের তীব্র চিররক্তিম বেদন
দেখা দিক অন্য হাতে স্মৃতিগন্ধা অনুভূতি হয়ে
রজনীগন্ধার মুখ, নতনম্র, মুহূর্তের ক্ষয়ে
যদিও সাজানো ফুল ঝরে যায়—সৌরভে তখন
আমার ঘনিষ্ঠ হাওয়া অন্তহীন বেদনার মন।

আজো আমি অবসন্ন চেতনের প্রান্তে আনি বয়ে
অলক্ষ্যে স্বপ্নের স্বাদে অনুরত একটি নদীর
নভোনীল ছায়াধরা আতিশয্য—তুমি মৌন তীর
আমার উচ্ছ্বাসে ক্লান্ত! তবু রেখো নিবিড় দু'হাত
আমার অস্থির স্রোতে—এ নিসর্গে সান্ত্বনার রাত
তোমারই নক্ষত্র চোখে পেতে চাই ; তারপর মনে
তীরবিদ্ধ যন্ত্রনার আকুলতা স্মৃতির দহনে।

সকাল

সকালের ট্রেন আসে ব্যস্ততায়—ধূসরিত মেঘে
সূর্যকে উজ্জ্বল করে—শব্দ তার গড়ানো চাকার
সরোদে সেতারে বাজে উগ্ররাগে, ঘুমন্তসত্তার
সংকেতে বিমূর্ত দেখি কোন এক দুরন্ত আবেগে
চলার ইংগিত-বহ অঙ্গীকার। দিন ওঠে জেগে ;
মহুয়ার স্বপ্ন-মধু ঝরে গেলে নতুন তৃষ্ণার
উদ্দেশ্য-বহুল পথ খুঁজে নিতে বুঝি এগোবার
দুর্বার মুহূর্ত এলো ; যন্ত্র চিরধাবমান বেগে।

রৌদ্রের চাদর পেতে নীল দিন ছড়ালো মাটিতে
ধু-ধু মাঠে ; তারে বসা পাখিটিরও মন কেড়ে নিতে
হাতে তার রঙ তুলি অবুঝ-সবুজে লালে মেশা ;
সে জগতে স্থিতিহীন সকালের অনিবার্য নেশা
দ্রুতগতি যাত্রী মনে ভুলে যাওয়া রাত্রির স্টেশন!
ঘণ্টার অমোঘ শব্দ, তীব্র বাঁশি, সচল স্পন্দন।

তোমাকে দেখেছি

তোমাকে দেখেছি রুক্ষ জনপথে পরিচিত ভীড়ে
রোদের সুতীব্র হাত তোমার ক্লান্তিকে আছে ঘিরে।
মাটিতে প্রচ্ছন্ন জ্বালা, পিপাসার কৃষ্ণচূড়া কাঁপে
অনাবৃষ্টি দাহলীন উপতপ্ত হাওয়ার প্রলাপে।

তোমাকে দেখেছি মৌন জীবনের যন্ত্রনা আহত
ধূলির গুণ্ঠনে ঢাকা গৃহকোণে বিশুষ্ক বিগত
অবশীর্ণ ফুলগুচ্ছ—পায় নি যে প্রাণের প্রসাদ
প্রাচীরে আচ্ছন্ন মন ভুলে থাকা মাধবীর সাধ।

তোমাকে দেখেছি স্থির পাথরের বুকে বিকশিত
অতীত-পুষ্পিত মুখে স্পন্দহীন মৌন সুশোভিত
প্রতিমার কারুকার্য—তুমি আছো স্থিতির দেওয়ালে
শিলীভূত লাবণ্যের মুক্তা হয়ে ঝিনুক-ত্রিকালে।

তোমাকে দেখেছি স্বপ্নে—রূঢ়তম জাগরি জীবনে
আনন্দ সঞ্চিত মর্মে—বেদনার অসহ দহনে।
কখনও প্রশান্তি মগ্ন কখনো বা আবেগে উদ্দাম
চিরন্তনী রহস্যের আধচেনা অন্য এক নাম।

তবু জয়ী

সময়ের বিস্তৃতি পরিধিকে ছড়ালো প্রখর
দিন থেকে দিনান্তরে—নীড় ছেড়ে দূরের ডানায়
সুস্থির স্বপ্নের পাখি সীমাতীত দিকে উড়ে যায়,
সমুদ্র-কম্পিত-নীল ব্যবধান অপার দুস্তর।

উন্ধত সূর্যের চোখ অনিবার্য সংগ্রাম-মুখর
প্রস্তুতির আদি পর্ব—প্রতিদ্বন্দ্বী ত্রিকাল জানায়
অমোঘ হাতের স্পর্শে পরিণতি ধূলি-কণিকায়
হৃদয়ের পুষ্পস্মৃতি। প্রতিদিন নবজন্মান্তর
জীবন নিয়েছে মেনে। জাতিস্মর কে পেরেছে হতে
বসন্ত-সবুজ ভাষা মনে রেখে তুহিন জগতে!

সুখের মুহূর্ত কেড়ে সময়ের সুতীব্র উল্লাস
প্রতিধ্বনি নীলিমায়, আমি তার সজীব প্রকাশ
নিরন্ত অশ্রুতে পাই। তবু জয়ী অন্তিম প্রহরে
হৃদয়ের অন্ধকারে বেদনাকে প্রতিষ্ঠিত করে।

এপিটাফ

পারো যদি মনে রেখো—মনে কোরো শেষ বিকেলের
স্বল্প অবসরে মগ্ন খেলাঘরে। কেউ হেসে, কেউ বা জলের
ছায়াকে গোপনে ধরে দুই চোখে—কেউ করুণায়
ভালোবাসা বুকে নিয়ে—যখন গোধূলি নিভে যায়।

তোমরা আমাকে দেখো সময়ের যবনিকা তুলে
ছায়ালীন সময়ের সীমাতীত অন্ধকার ভুলে,
যেখানে প্রাচুর্যময় স্মরণের সবুজ নিবিড়
অতলান্ত অন্তরালে শত মণিমুক্তার ভীড়।

তোমরা আমাকে ডেকো—সে ইশারা রজনীগন্ধার
বিগত মালার গন্ধ—ফেলে আসা বুঝি কবেকার
একদা-ঈপ্সিত স্বপ্ন দীপ্তিময় সায়ন্তন কূলে—
তখন আমিই মূর্ত তোমাদের মনের দেউলে।

আমিও তোমার

সতৃষ্ণ নয়নে ভাসে তোমার দিগন্ত-দৃশ্য-সুখ!
নীলিমায় আত্মহারা গ্রহপুঞ্জ, নক্ষত্র প্রমুখ
বিচ্ছিন্ন জগত-ব্যাপ্তি, অন্ধকার আলোর অন্বয়
বিভাসের অন্ত্যমিলে পূরবীর মুগ্ধ পরিচয়।

হৃদয়ে উত্তাপ বয়ে আমি শুনি বৃষ্টির আভাসে
দূরান্তে আশ্বাস ঝরা আর্দ্র্য সুর অন্য ইতিহাসে।
আমার অসহ মরু জ্বলে যায়—তবু রৌদ্র ভুলে
অনন্য মেঘের মুখে চেয়ে থাকি—স্বপ্ন দেখি ফুলে।

অশ্রুত ভাষায় বলি সহনীয় করে অন্ধকার,
সূর্য তারা রাত্রি ভরা এ নিখিলে আমিও তোমার।

এবং তুমিই

এবং স্নিগ্ধতা তুমি—জীবনের উদগ্র আকাশে
স্পর্ধিত আলোকে ঢেকে মেঘে মেঘে হৃদয়ের পাশে
অবিরল বৃষ্টিধারা—চির মুক্তি সন্তাপে আমার।
একটি শ্রাবণ সন্ধ্যা-যূথীবনে ঘন অন্ধকার—
সেই তো তোমার সঙ্গ! সীমাহীন নীলিমাকে চিনে
তোমারই গভীর চোখে তৃপ্ত হই রুক্ষতম দিনে।

এবং তুমিই প্রেম, ক্লান্তিহীন সমুদ্র বিস্তার
বিরস বালির তটে তরঙ্গিত বেদনার ভার।

সমস্ত সত্তার সংগে

এখনও সে মৃদুকণ্ঠ ডাক দেয় পৃথিবীর ফুলে
অথবা রৌদ্রের শেষে বৃষ্টিতেও! তুমি গেছ ভুলে
অমর্ত্য সংগীত তার—তুমি আজ গৈরিক-হৃদয়
জীবনের সংগী হয়ে দুরান্তের নিরন্ত বিস্ময়!
অথচ সে আজো কান্না ঝরে পড়া নরম শিশিরে
ফেলে আসা সায়ন্তনে—নীল তারা খচিত নিবিড়।
অনাসক্ত চোখে তুমি ঘুম চাও—জন্মপলাতক
পাখির নীড়ের সাধ,—গোধূলীর আসন্ন একক
সময়-সমুদ্র কূলে বেদনার অবসন্ন সুর—
তোমার প্রখর তাপে সে বাজায় বৃষ্টির নূপুর।
সে তোমাকে আজো ডাকে শব্দহীন একা অন্ধকারে
রাত্রির নিবিড় রাগ আলাপনে বুকের সেতারে।
সে তোমাকে পেতে চায় দেহে মনে মগ্ন অনুভবে
চিরন্তন রিক্ততায়—অন্তরের বিপুল বৈভবে।

হারিয়ে ফেলেছো তাকে যে তোমার মনের গহনে
সমস্ত সত্তার সংগে মিশে আছে নিভৃতে গোপনে।

হিরণ্য আভাস

তখনই লাবণ্যে আমি পরিব্যাপ্ত—যখন তোমার
অলোকসুন্দর মুখ বেদনার আবরণ খুলে
নিঃসঙ্গ মুহূর্তে দেখি অনিমিখে—মনের মুকুলে
আলোর কোমল হাতে অন্তহীন বসন্ত বাহার।

তখনই অনন্যা আমি—! নম্রনত শ্রাবণ আষাঢ়
যখন প্রত্যক্ষ দেখা দৃশ্যাবলী ম্লান নদীকূলে
ইশারায় ডেকে নেয়—এ জীবন অনায়াসে ভুলে
নিবিড় মুহূর্তে আমি স্মৃতিপটে মগ্ন একাকার।

তোমার অস্তিত্ব মেঘ—মুক্তধারা গভীর বিষাদে
নিসর্গ আচ্ছন্ন করে—তবু মেলে লবনাক্ত স্বাদে
অমৃত মধুর তৃপ্তি—সেখানেও হিরণ্য আভাস
অবিমিশ্র আনন্দের উৎস ঝরা বর্ষিত আকাশ।

তোমাকে হৃদয়ে রাখি—সেই সুখে বিষণ্নতা লীন
আমার পৃথিবী চেনে অনুভবে অসামান্য দিন।

অনন্য বেহাগে

দুরন্ত কঠিন শিলা, তারই দেহে নিপুণ আঙুল
সযত্নে খচিত করে প্রাণ স্বপ্ন, পাথরের ফুল
বুকের কান্নাকে ভুলে। সময়ের ধূসর গুহায়
মর্মে রূপায়িত মূর্তি মর্মরিত গীতিকবিতায়—।
স্বপ্ন আঁকা অন্ধকারে দৃশ্যময় তাদের স্বরূপ
জীবনের ইতিহাস—ধরে রাখা স্মৃতি অপরূপ।

দুরত্বে বিলীন মনে সুর সৃষ্টি অনন্য বেহাগে।
সুদূর, কখনো তুমি এতো কাছে আসনি তো আগে!